বিভক্তি হইত, তাহা হইলে "শ্রীবিষ্ণোঃ"—এই পদের পরে একটি "চ" শব্দ প্রয়োগ করা হইত। শ্রীবিষ্ণুর প্রাধান্য বলিবার অভিপ্রায়েই বিষ্ণুনামের পূর্ব্বে শ্রীশব্দ প্রদান করা হইয়াছে। কিন্তু শিব নামের পূর্ব্বে শ্রীশব্দ দেওয়া হয় নাই। অতএব "শিবনামাপরাধঃ"—এইরূপ উল্লেখ থাকায় শিব শব্দে মুখ্যরূপে শ্রীবিষ্ণুকেই প্রতিপাদন করা হইয়াছে। কারণ শ্রীহরিনাম অপরাধ প্রসঙ্গে শিবনাম উল্লেখ করা অপ্রাসঙ্গিক। সহস্র নাম প্রভৃতিতেও দেখা যায়—স্থানু এবং শিবাদি শব্দ শ্রীবিষ্ণুপ্রতিপাদকরূপে উল্লেখ করা হইয়াছে।

অনন্তর শ্রুতিশাস্ত্র নিন্দনরূপ চতুর্থ অপরাধ। অর্থাৎ বেদ ও তদনুগত শাস্ত্রনিন্দা করা অপরাধজনক; যেহেতু বেদ সাক্ষাৎ নারায়ণ। সুতরাং বেদকে নিন্দা করিলে নারায়ণের নিন্দা করা হয়। ব্যবহার জগতেও দেখতে পাওয়া যায় যে—একটি সরলপ্রাণ ব্রাহ্মণ ফৌজদারী মামলায় সাক্ষীরূপে নির্ব্বাচিত হইয়া বিচারপতির নিকট উপস্থিত হইলেন। বিচারপতি তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন—আপনি মামলার কি জানেন? ব্রাহ্মণ উত্তর করিলেন—"আমি দেখিলাম, ইহারা উভয়ে কলহ করিতেছে। আমি তাহাদের বলিলাম—'তোমরা শান্ত হও'। রাজার আইন-কানুন ভাল নহে, শেষে দুঃখ পাইবে।" এই কথা বলা মাত্র বিচারপতি ঐ ব্রাহ্মণের পঞ্চাশ টাকা জরিমানা করিলেন। ইহার কারণ কি জিজ্ঞাসা করায় বলিলেন তোমার কথায় সম্রাটের আইন অর্থাৎ আদেশের অমর্য্যাদা করা হইয়াছে। ইহাতে ইহাই পাওয়া যায় যে—যদি এই সাধারণ রাজার আদেশরূপ আইন অমান্য করিয়া শাস্তিভোগ করিতে হয়, তবে যিনি নিখিল ব্রহ্মাণ্ডের অধীশ্বর, তাঁহার আজ্ঞারূপ বেদকে অমর্য্যাদা করিলে অবশ্যই অপরাধ হইবে ও শাস্তি পাইতে হইবে। শাস্ত্র পরমকারুণিক। তিনি যেরূপ অধিকারী দেখেন, তাহার অধিকার অনুরূপ উপদেশ দিয়া তাহার ব্যবহারিক আবেশ ছড়াইয়া ভগবচ্চরণে উন্মুখ করিয়া দেন। শাস্ত্রের কোন বিধির উপর অশ্রদ্ধা করা উচিত নহে। যেমন স্নেহ-করুণাময়ী জননী ব্যাধিপীড়িত কথার অবাধ্য দুষ্টপুত্রকে লড্ডুকের প্রলোভন দেখাইয়া ঔষধপানে রুচি জন্মাইয়া দেন, কিন্তু লড্ডুক ভোজন করানো মার তাৎপর্য্য নহে—ঔষধপানেই মার তাৎপর্য্য; স্নেহকরুণাময়ী বেদমাতার উপদেশের তাৎপর্য্যও সেইরূপ বুঝিতে হইবে। শ্রুতিশাস্ত্র নিন্দাকারীজনের মধ্যে পাষণ্ডমার্গে দত্তাত্রেয় এবং ঋষভদেবের উপাসনাকারীগণ পাষণ্ডী নামে অভিহিত।

হরিনামে অর্থ কল্পনা। নামমাহাত্ম্য শ্রবণ করিয়া ইহা প্রশংসাবাক্যমাত্র মনে করা অর্থবাদ নামক পঞ্চম অপরাধ।